সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং স ভগবান্ বৈণ্যঃ খ্যাপিতো গুণকর্মভিঃ ।
ছন্দয়ামাস তান্ কামৈঃ প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বৈণ্যঃ**—বেণ রাজার পুত্ররূপে; **খ্যাপিতঃ**—স্তুত হয়ে; **গুণ-কর্মভিঃ**—গুণ এবং কর্মের দ্বারা; **ছন্দয়াম্ আস**—প্রসন্নতা-বিধান করা হয়েছিল; **তান্**—সেই বন্দনাকারীদের; **কামৈঃ**—বিবিধ উপহারের দ্বারা; **প্রতিপূজ্য**—সম্মান প্রদর্শন করে; **অভিনন্দ্য**—অভিনন্দন; **চ**—ও।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে বন্দীরা পৃথু মহারাজের গুণাবলী এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ প্রশংসা বাক্যের দ্বারা তাঁদের অভিনন্দন এবং ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে তাঁদের সন্তোষ-বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২

ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্ ভৃত্যামাত্যপুরোধসঃ ।
পৌরাঞ্জানপদান্ শ্রেণীঃ প্রকৃতীঃ সমপূজয়ৎ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণ-প্রমুখান্—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের; **বর্ণান্**—অন্যান্য বর্ণদের; **ভৃত্য**—সেবকদের; **অমাত্য**—মন্ত্রীদের; **পুরোধসঃ**—পুরোহিতদের; **পৌরান্**—প্রজাদের; **জানপদান্**—দেশবাসীদের; **শ্রেণীঃ**—বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের; **প্রকৃতীঃ**—প্রশংসকদের; **সমপূজয়ৎ**—তিনি যথাযথ সম্মান প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে সন্তুষ্ট হয়ে পৃথু মহারাজ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের নেতাদের, তাঁর সেবকদের, তাঁর মন্ত্রীদের, পুরোহিতদের, নাগরিকদের, সাধারণ দেশবাসীদের, অন্যান্য জাতির মানুষদের, প্রশংসকদের এবং অন্যান্য সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

বিদুর উবাচ

কস্মাদ্দধার গোরূপং ধরিত্রী বহুরূপিণী ।
যাং দুদোহ পৃথুস্তত্র কো বৎসো দোহনং চ কিম্ ॥ ৩ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কস্মাৎ**—কেন; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **গো-রূপম্**—গাভীরূপ; **ধরিত্রী**—পৃথিবী; **বহু-রূপিণী**—অন্য বহুরূপ ধারিণী; **যাম্**—যাঁকে; **দুদোহ**—দোহন করেছিলেন; **পৃথু**—মহারাজ পৃথু; **তত্র**—সেখানে; **কঃ**—কে; **বৎসঃ**—বাছুর; **দোহনম্**—দোহনপাত্র; **চ**—ও; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে ব্রাহ্মণ! বহুরূপ ধারণে সমর্থা পৃথিবী কেন গাভীরূপ ধারণ করেছিলেন? এবং পৃথু মহারাজ যখন তাঁকে দোহন করেছিলেন, তখন বৎস কে হয়েছিল এবং দোহনপাত্র কি হয়েছিল?

শ্লোক ৪

প্রকৃত্যা বিষমা দেবী কৃতা তেন সমা কথম্ ।
তস্য মেধ্যং হয়ং দেবঃ কস্য হেতোরপাহরৎ ॥ ৪ ॥

প্রকৃত্যা—স্বভাবত; **বিষমা**—অসমতল; **দেবী**—পৃথিবী; **কৃতা**—করা হয়েছিল; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **সমা**—সমতল; **কথম্**—কিভাবে; **তস্য**—তাঁর; **মেধ্যম্**—যজ্ঞে উৎসর্গের নিমিত্ত; **হয়ম্**—অশ্ব; **দেবঃ**—ইন্দ্রদেবতা; **কস্য**—কি জন্য; **হেতোঃ**—কারণ; **অপাহরৎ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

পৃথিবী স্বভাবতই অসমতল, কিন্তু পৃথু মহারাজ কিভাবে তাকে সমতল করেছিলেন? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কেন তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন?

শ্লোক ৫

সনৎকুমারাদ্ভগবতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুত্তমাৎ ।
লব্ধ্বা জ্ঞানং সবিজ্ঞানং রাজর্ষিঃ কাং গতিং গতঃ ॥ ৫ ॥

সনৎ-কুমারাৎ—সনৎকুমার থেকে; **ভগবতঃ**—পরম শক্তিমান; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্ম-বিৎ-উত্তমাৎ**—বেদবেত্তা; **লব্ধ্বা**—লাভ করার পর; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **স-বিজ্ঞানম্**—ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য; **রাজ-ঋষিঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজা; **কাম্**—কোন্; **গতিম্**—গতি; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাজর্ষি পৃথু বেদবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর, তিনি কিভাবে তাঁর জীবনে ব্যবহারিকভাবে তা প্রয়োগ করেছিলেন, এবং তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে। সেই সম্প্রদায়গুলির প্রবর্তন হয়েছে ব্রহ্মা, লক্ষ্মীদেবী, সনৎকুমারাদি চতুঃসন এবং শিব থেকে। এই চারটি সম্প্রদায়ের ধারা এখনও চলেছে। পৃথু মহারাজ দেখিয়ে গেছেন যে, যারা বৈদিক জ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের অবশ্যই এই চারটি সম্প্রদায়ের কোন একটি সম্প্রদায় থেকে সদ্গুরু গ্রহণ করতে হবে। বলা হয়েছে যে, এই সম্প্রদায়গুলির কোন একটি থেকে যদি মন্ত্র গ্রহণ করা না হয়, তা হলে সেই তথাকথিত মন্ত্র এই কলিযুগে নিষ্ফল। আজকাল বহু ভুঁইফোড় সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে, যাদের কোন প্রামাণিক পরম্পরা নেই, এবং তারা অননুমোদিত মন্ত্র দান করে জনসাধারণকে বিপথগামী করছে। এই সমস্ত তথাকথিত সম্প্রদায়ের ভণ্ডরা কোন রকম বৈদিক বিধিবিধান পালন করে না। সব রকম পাপকর্মে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা মানুষকে মন্ত্র দিয়ে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা জানেন যে, এই সমস্ত মন্ত্র কখনও সফল হবে না, এবং তাঁরা কখনও এই প্রকার ভুঁইফোড় আধ্যাত্মিক

সম্প্রদায়গুলিকে প্রশ্রয় দেয় না। এই সমস্ত ভণ্ড সম্প্রদায় সম্বন্ধে মানুষদের অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য এই যুগের হতভাগ্য মানুষেরা এই সমস্ত তথাকথিত সম্প্রদায় থেকে মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পৃথু মহারাজ তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত থেকে দেখিয়ে গেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় সৎ সম্প্রদায় থেকে। তাই পৃথু মহারাজ সনৎকুমারকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবান্ ভগবতঃ প্রভোঃ ।
শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্বদেহকথাশ্রয়ম্ ॥ ৬ ॥
ভক্তায় মেঽনুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ ।
বক্তুমর্হসি যোঽদুহ্যদ্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥ ৭ ॥

যৎ—যা; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **ভবান্**—আপনি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রভোঃ**—শক্তিশালী; **শ্রবঃ**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **সু-শ্রবসঃ**—যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **পূর্ব-দেহ**—তাঁর পূর্ব অবতারের; **কথা-আশ্রয়ম্**—বর্ণনা সম্পর্কিত; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **মে**—আমাকে; **অনুরক্তায়**—অত্যন্ত অনুরক্ত; **তব**—আপনার; **চ**—এবং; **অধোক্ষজস্য**—অধোক্ষজ নামে পরিচিত ভগবানের; **চ**—ও; **বক্তুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **যঃ**—যিনি; **অদুহ্যৎ**—দোহন করেছিলেন; **বৈণ্য-রূপেণ**—রাজা বেণের পুত্ররূপে; **গাম্**—গাভী, পৃথিবী; **ইমাম্**—এই।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার; তাই তাঁর কার্যকলাপের যে-কোন বর্ণনা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, এবং তা সর্ব সৌভাগ্যপ্রদ। আমি সর্বদা আপনার এবং অধোক্ষজ ভগবানের ভক্ত। তাই দয়া করে পৃথু মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করুন, যিনি রাজা বেণের পুত্ররূপে গাভীরূপী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে অবতারীও বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে, "যাঁর থেকে সমস্ত অবতারেরা উদ্ভূত হন।" *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য*

প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—"আমি সমস্ত চিন্ময় এবং ভৌতিক জগতের উৎস। আমার থেকেই সব কিছু উদ্ভূত হয়।" এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের আবির্ভাবের আদি উৎস। এই জড় জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই তিন অবতারকে বলা হয় গুণাবতার। জড়া প্রকৃতি পরিচালিত হয় প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা, এবং শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধ্যক্ষ। মহারাজ পৃথুও শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত গুণের অবতার, যে-গুণের দ্বারা বদ্ধ জীবদের শাসন করা হয়।

এই শ্লোকে *অধোক্ষজ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত।' মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে অনুভব করতে পারে না; তাই অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভগবানকে জানতে পারে না। যেহেতু জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবান সম্বন্ধে কেবল একটি নির্বিশেষ ধারণা সৃষ্টি করা যায়, তাই ভগবানকে বলা হয় অধোক্ষজ।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি ।
প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত; **বিদুরেণ**—বিদুরের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণের; **কথাম্**—বর্ণনা; **প্রতি**—বিষয়ে; **প্রশস্য**—প্রশংসা করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রীত-মনাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **মৈত্রেয়ঃ**—মৈত্রেয় ঋষি; **প্রত্যভাষত**—উত্তর দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—বিদুর যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতারের কার্যকলাপ শুনতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন মৈত্রেয়ও অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বিদুরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তার পর মৈত্রেয় বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের কথা বা তাঁর অবতারদের কথা এতই চিন্ময় অনুপ্রেরণা প্রদান করে যে, তার বক্তা এবং শ্রোতা কখনই শ্রান্ত হন না। সেটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক আলোচনার

বৈশিষ্ট্য। আমরা এখানে বাস্তবিকভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, বিদুর ও মৈত্রেয়ের মধ্যে এই আলোচনায় তাঁরা যেন তৃপ্ত হতে পারছেন না। তাঁরা উভয়েই হচ্ছেন ভক্ত, এবং বিদুর যতই প্রশ্ন করছেন, মৈত্রেয় ততই বলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। চিন্ময় আলোচনার লক্ষণ হচ্ছে যে, তাতে কেউই ক্লান্তিবোধ করেন না। তাই বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণ করে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে, আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

মৈত্রেয় উবাচ
যদাভিষিক্তঃ পৃথুরঙ্গ বিপ্রৈ-
রামন্ত্রিতো জনতায়াশ্চ পালঃ ।
প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য
ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্ ॥ ৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **যদা**—যখন; **অভিষিক্তঃ**—সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **অঙ্গ**—হে বিদুর; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **আমন্ত্রিতঃ**—ঘোষিত; **জনতায়াঃ**—মানুষদের; **চ**—ও; **পালঃ**—রক্ষক; **প্রজাঃ**—প্রজা; **নিরন্নে**—অন্নহীন হয়ে; **ক্ষিতি-পৃষ্ঠে**—পৃথিবীর উপর; **এত্য**—নিকটবর্তী হয়ে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধায়; **ক্ষাম**—ক্ষীণ; **দেহাঃ**—তাদের দেহ; **পতিম্**—রক্ষককে; **অভ্যবোচন্**—তারা বলেছিল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! যখন ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে প্রজাদের রক্ষক বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন অন্নাভাব হয়েছিল। অনাহারে প্রজাদের দেহ বাস্তবিকই ক্ষীণ হয়েছিল। তাই তারা রাজার কাছে এসে তাদের প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাজাকে মনোনয়নের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণাশ্রম প্রথায় ব্রাহ্মণদের সমাজের মাথা বলে বিবেচনা করা হয় এবং তাই তাঁরা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে রচিত হয়েছে।

ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম মনুষ্যকৃত নয়, তা ভগবান তৈরি করেছেন। এই বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। বেণের মতো দুষ্ট রাজা যখন শাসন করত, তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ব্রহ্মণ্য শক্তির দ্বারা তাকে বধ করে গুণের ভিত্তিতে উপযুক্ত রাজা মনোনয়ন করতেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা, বুদ্ধিমান মানুষেরা অথবা মহান ঋষিরা রাজকীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে ব্রাহ্মণেরা প্রজাদের রক্ষকরূপে পৃথু মহারাজকে নির্বাচিত করেছিলেন। প্রজারা অন্নাভাবে ক্ষীণ কলেবর হয়ে, রাজার কাছে এসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম এতই সুন্দরভাবে গঠিত যে, ব্রাহ্মণেরা রাজাকে পরিচালনা করতেন, এবং রাজা প্রজাদের রক্ষা করতেন। ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং ক্ষত্রিয়দের সংরক্ষণে বৈশ্যরা গোরক্ষা করতেন, খাদ্যশস্য উৎপাদন করতেন এবং তা বিতরণ করতেন। শূদ্ররা তাদের দৈহিক শ্রমের দ্বারা তিনটি উচ্চ বর্ণকে সাহায্য করত। সেটিই হচ্ছে পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা।

শ্লোক ১০-১১

বয়ং রাজঞ্জাঠরেণাভিতপ্তা
যথাগ্নিনা কোটরস্থেন বৃক্ষাঃ ।
ত্বামদ্য যাতাঃ শরণং শরণ্যং
যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতির্নঃ ॥ ১০ ॥
তন্নো ভবানীহতু রাতবেঽন্নং
ক্ষুধার্দিতানাং নরদেবদেব ।
যাবন্ন নঙ্ক্ষ্যামহ উজ্ঝিতোর্জা
বার্তাপতিস্ত্বং কিল লোকপালঃ ॥ ১১ ॥

বয়ম্—আমরা; **রাজন্**—হে রাজন্; **জাঠরেণ**—ক্ষুধার অগ্নির দ্বারা; **অভিতপ্তাঃ**—অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **কোটর-স্থেন**—বৃক্ষের কোটরে; **বৃক্ষাঃ**—বৃক্ষ; **ত্বাম্**—আপনাকে; **অদ্য**—আজ; **যাতাঃ**—আমরা এসেছি; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য; **যঃ**—যিনি; **সাধিতঃ**—নিযুক্ত; **বৃত্তি-করঃ**—জীবিকা প্রদানকারী; **পতিঃ**—প্রভু; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—তাই; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—আপনি; **ঈহতু**—দয়া করে চেষ্টা করুন; **রাতবে**—প্রদান করতে;

অন্নম্—খাদ্য; **ক্ষুধা**—ক্ষুধায়; **অর্দিতানাম্**—আর্ত; **নর-দেব-দেব**—হে সমস্ত রাজাদের পরম প্রভু; **যাবৎ ন**—যতক্ষণ না; **নঙ্ক্ষ্যামহে**—আমরা বিনষ্ট হব; **উজ্ঝিত**—বিহীন; **ঊর্জাঃ**—অন্ন; **বার্তা**—জীবিকা; **পতিঃ**—প্রদানকারী; **ত্বম্**—আপনি; **কিল**—নিঃসন্দেহে; **লোক-পালঃ**—প্রজাদের রক্ষক।

অনুবাদ

হে রাজন্! বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নি যেমন ধীরে ধীরে বৃক্ষটিকে শুকিয়ে ফেলে, তেমনই আমরা আমাদের জঠরাগ্নির প্রভাবে শুকিয়ে যাচ্ছি। আপনি শরণাগতদের রক্ষক, এবং আমাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। তাই আমরা সকলে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আমাদের রক্ষা করেন। আপনি কেবল একজন রাজাই নন, আপনি ভগবানের অবতারও। বাস্তবিকপক্ষে আপনি সমস্ত রাজাদের রাজা। আপনি আমাদের সর্বপ্রকার জীবিকা প্রদান করতে পারেন, কারণ আপনি আমাদের জীবিকাপতি। তাই, হে রাজাধিরাজ! দয়া করে অন্ন বিতরণ করে আপনি আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি-সাধন করুন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন, অন্যথায় অনাহারে আমাদের মৃত্যু হবে।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই সমাজ-ব্যবস্থার সকলেই যাতে তাদের বৃত্তি অনুসারে কার্যরত হয় তা দেখা। ব্রাহ্মণের কর্তব্য যেমন উপযুক্ত রাজা নির্বাচন করা, তেমনই রাজার কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই সকল বর্ণের মানুষেরা যাতে তাদের নিজের বৃত্তিতে পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয় তা দেখা। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের যদিও কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের অনুমতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ছিল বেকার। যদিও তারা অলস ছিল না, তবুও তারা তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারছিল না। মানুষ যখন এইভাবে বিভ্রান্ত হয়, তখন তাদের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যাওয়া, এবং রাষ্ট্রপতি অথবা রাজার কর্তব্য হচ্ছে মানুষের এই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তির জন্য তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

পৃথুঃ প্রজানাং করুণং নিশম্য পরিদেবিতম্ ।
দীর্ঘং দধ্যৌ কুরুশ্রেষ্ঠ নিমিত্তং সোঽন্বপদ্যত ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **করুণম্**—করুণ অবস্থা; **নিশম্য**—শুনে; **পরিদেবিতম্**—বিলাপ; **দীর্ঘম্**—বহুক্ষণ ধরে; **দধ্যৌ**—চিন্তা করেছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে বিদুর; **নিমিত্তম্**—কারণ; **সঃ**—তিনি; **অন্বপদ্যত**—জানতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন, হে বিদুর! পৃথু মহারাজ প্রজাদের এই প্রকার বিলাপ শ্রবণ করলেন এবং তাদের করুণ অবস্থা দর্শন করে, তার অন্তর্নিহিত কারণ জানবার জন্য বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা প্রগৃহীতশরাসনঃ ।
সন্দধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **প্রগৃহীত**—গ্রহণ করে; **শরাসনঃ**—ধনুক; **সন্দধে**—যোজন করেছিলেন; **বিশিখম্**—বাণ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর প্রতি; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **ত্রি-পুর-হা**—শিব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজা ক্রোধে সমগ্র জগৎ সংহারকারী ত্রিপুরারির মতো শরাসন গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবীকে লক্ষ্য করে তাতে শর যোজন করলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ অন্নাভাবের কারণ জ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনসাধারণের কোন দোষ ছিল না। তারা তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে অলস ছিল না। কিন্তু পৃথিবী যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করছিল না। তা ইঙ্গিত করে যে, যথাযথভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করা হলেও, কখনও কখনও বিভিন্ন কারণে পৃথিবী খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে অস্বীকার করতে পারে। আজকাল কিছু কিছু মানুষ বলে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যাভাব হচ্ছে, সেই মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অন্য অনেক কারণ রয়েছে, যার ফলে পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে অথবা উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে। পৃথু মহারাজ প্রকৃত কারণটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

প্রবেপমানা ধরণী নিশাম্যোদায়ুধং চ তম্ ।
গৌঃ সত্যপাদ্রবদ্ভীতা মৃগীব মৃগয়ুদ্রুতা ॥ ১৪ ॥

প্রবেপমানা—কম্পমান; **ধরণী**—পৃথিবী; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **উদায়ুধম্**—ধনুর্বাণ গ্রহণ করে; **চ**—ও; **তম্**—রাজা; **গৌঃ**—গাভী; **সতী**—হয়ে; **অপাদ্রবৎ**—পলায়ন করতে শুরু করলেন; **ভীতা**—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; **মৃগী ইব**—হরিণীর মতো; **মৃগয়ু**—ব্যাধের দ্বারা; **দ্রুতা**—অনুসরণকারী।

অনুবাদ

পৃথিবী যখন দেখলেন যে, মহারাজ পৃথু তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর ধনুক এবং বাণ গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। তিনি তখন পৃথু মহারাজের ভয়ে একটি গাভীর রূপ ধারণ করে, ব্যাধ তাড়িত হরিণীর মতো দ্রুতবেগে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

মাতা যেমন পুত্র ও কন্যারূপী বিবিধ প্রকার সন্তান উৎপাদন করেন, মাতা ধরিত্রীও তেমন তাঁর গর্ভ থেকে বিভিন্ন আকৃতির জীবদেহ সৃষ্টি করেন। তাই মাতা ধরণীর পক্ষে অসংখ্য আকৃতি ধারণ সম্ভব। সেই সময়, পৃথু মহারাজের ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, তিনি একটি গাভীর রূপ ধারণ করেছিলেন। যেহেতু কখনই গোহত্যা করা উচিত নয়, তাই মাতা ধরিত্রী বিচার করেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের বাণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একটি গাভীর রূপ ধারণ করাই সমীচীন হবে। পৃথু মহারাজ কিন্তু সেই কথা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি গাভীরূপী পৃথিবীর পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হননি।

শ্লোক ১৫

তামন্বধাবত্তদ্বৈণ্যঃ কুপিতোঽত্যরুণেক্ষণঃ ।
শরং ধনুষি সন্ধায় যত্র যত্র পলায়তে ॥ ১৫ ॥

তাম্—গাভীরূপী পৃথিবী; **অন্বধাবৎ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; **তৎ**—তখন; **বৈণ্যঃ**—রাজা বেণের পুত্র; **কুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **অতি-অরুণ**—অত্যন্ত

রক্তিম; **ঈক্ষণঃ**—চক্ষু; **শরম্**—তীর; **ধনুষি**—ধনুকে; **সন্ধায়**—স্থাপন করে; **যত্র যত্র**—যে যে স্থানে; **পলায়তে**—পলায়ন করছিল।

অনুবাদ

তা দেখে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর চক্ষু উদীয়মান সূর্যের মতো আরক্তিম হয়েছিল। তাঁর-ধনুকে বাণ যোজন করে, তিনি সেই গাভীরূপী পৃথিবী যেখানেই পলায়ন করছিলেন, তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন।

শ্লোক ১৬

সা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ ।
ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শানূদ্যতায়ুধম্ ॥ ১৬ ॥

সা—গাভীরূপী পৃথিবী; **দিশঃ**—চতুর্দিকে; **বিদিশঃ**—অন্যান্য দিকে; **দেবী**—দেবী; **রোদসী**—অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর প্রতি; **চ**—ও; **অন্তরম্**—মধ্যে; **তয়োঃ**—তাদের; **ধাবন্তী**—ধাবিত হয়ে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **এনম্**—রাজা; **দদর্শ**—দেখে; **অনু**—পশ্চাতে; **উদ্যত**—গ্রহণ করে; **আয়ুধম্**—অস্ত্র।

অনুবাদ

গোরূপী পৃথিবী দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে ইতস্তত পলায়ন করছিলেন, এবং যেখানেই তিনি যাচ্ছিলেন, মহারাজ পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন।

শ্লোক ১৭

লোকে নাবিন্দত ত্রাণং বৈণ্যান্মৃত্যোরিব প্রজাঃ ।
ত্রস্তা তদা নিববৃতে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৭ ॥

লোকে—ত্রিভুবনে; **ন**—না; **অবিন্দত**—লাভ করতে পারে; **ত্রাণম্**—পরিত্রাণ; **বৈণ্যাৎ**—বেণ রাজার পুত্রের হস্ত থেকে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে; **ইব**—সদৃশ; **প্রজাঃ**—মানুষ; **ত্রস্তা**—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; **তদা**—তখন; **নিববৃতে**—নিবৃত্ত হলেন; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **বিদূয়তা**—অত্যন্ত দুঃখিত।

অনুবাদ

মানুষ যেমন নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পায় না, তেমনই গোরূপী পৃথিবী বেণপুত্র পৃথু মহারাজের হাত থেকে নিস্তারের কোন উপায় নেই দেখে, অবশেষে ভীত ও দুঃখিত চিত্তে তিনি পলায়ন-কার্য থেকে নিবৃত্ত হলেন।

শ্লোক ১৮

উবাচ চ মহাভাগং ধর্মজ্ঞাপন্নবৎসল ।
ত্রাহি মামপি ভূতানাং পালনেঽবস্থিতো ভবান্ ॥ ১৮ ॥

উবাচ—তিনি বললেন; **চ**—এবং; **মহা-ভাগম্**—সেই মহা সৌভাগ্যশালী রাজাকে; **ধর্ম-জ্ঞ**—হে ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা; **আপন্ন-বৎসল**—হে শরণাগতের আশ্রয়; **ত্রাহি**—রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **অপি**—ও; **ভূতানাম্**—জীবদের; **পালনে**—রক্ষণকার্যে; **অবস্থিতঃ**—স্থিত; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

মহা ঐশ্বর্যশালী পৃথু মহারাজকে ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা এবং শরণাগত-বৎসল বলে সম্বোধন করে পৃথিবী বললেন—"আপনি সমস্ত জীবের রক্ষক। এখন আপনি এই লোকের রাজারূপে অবস্থিত হয়েছেন, সুতরাং দয়া করে আপনি আমাকেও রক্ষা করুন।"

তাৎপর্য

গাভীরূপী পৃথিবী পৃথু মহারাজকে *ধর্মজ্ঞ* বলে সম্বোধন করেছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত। ধর্মনীতি অনুসারে রাজা এবং অন্য সকলের কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রী, গাভী, শিশু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। মাতা ধরিত্রী একটি গাভীর রূপ ধারণ করেছিলেন। তিনি একজন স্ত্রীও। তাই তিনি ধর্মজ্ঞ রাজার কাছে পরিত্রাণ লাভের জন্য আবেদন করেছিলেন। ধর্মনীতি অনুসারে, শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত নয়। পৃথু মহারাজকে পৃথিবী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি কেবল ভগবানের অবতারই নন, তিনি পৃথিবীর রাজারূপেও অধিষ্ঠিত। তাই তাঁর কর্তব্য ছিল তাঁকে ক্ষমা করা।

শ্লোক ১৯

স ত্বং জিঘাংসসে কস্মাদ্দীনামকৃতকিল্বিষাম্ ।
অহনিষ্যৎকথং যোষাং ধর্মজ্ঞ ইতি যো মতঃ ॥ ১৯ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি; **জিঘাংসসে**—হত্যা করতে চান; **কস্মাৎ**—কেন; **দীনাম্**—দীন; **অকৃত**—যে করেনি; **কিল্বিষাম্**—কোন পাপকর্ম; **অহনিষ্যৎ**—হত্যা করবে; **কথম্**—কিভাবে; **যোষাম্**—একজন স্ত্রীকে; **ধর্ম-জ্ঞঃ**—ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা; **ইতি**—এইভাবে; **যঃ**—যিনি; **মতঃ**—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

গাভীরূপী পৃথিবী রাজার কাছে আবেদন করতে লাগলেন—"আমি অত্যন্ত দীন এবং আমি কোন পাপকর্ম করিনি। তা হলে কেন আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? ধর্মজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়েছেন, এবং কেন আপনি একজন অবলা রমণীকে এইভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন?

তাৎপর্য

পৃথিবী রাজার কাছে দুইভাবে আবেদন করেছিলেন। ধর্মজ্ঞ রাজার পক্ষে নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া অবলা রমণী যদি পাপকর্ম করেও থাকে, তবুও তাকে হত্যা করা উচিত নয়। যেহেতু পৃথিবী ছিলেন নির্দোষ এবং একজন স্ত্রী, তাই তাঁকে হত্যা করা রাজার উচিত নয়।

শ্লোক ২০

প্রহরন্তি ন বৈ স্ত্রীষু কৃতাগঃস্বপি জন্তবঃ ।
কিমুত ত্বদ্বিধা রাজন্ করুণা দীনবৎসলাঃ ॥ ২০ ॥

প্রহরন্তি—প্রহার করা; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকদের; **কৃত-আগঃসু**—পাপকর্ম করলেও; **অপি**—যদিও; **জন্তবঃ**—মানুষ; **কিম্ উত**—আর কি কথা; **ত্বৎ-বিধাঃ**—আপনার মতো; **রাজন্**—হে রাজন্; **করুণাঃ**—দয়ালু; **দীন-বৎসলাঃ**—দীনজনদের প্রতি স্নেহশীল।

অনুবাদ

হে রাজন্! কোন স্ত্রীলোক যদি অপরাধ করে, তা হলেও মানুষ তাকে প্রহার করে না, অতএব আপনার মতো দয়ালু, প্রজারক্ষক ও দীনবৎসল রাজার আর কি কথা।

শ্লোক ২১

মাং বিপাট্যাজরাং নাবং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
আত্মানং চ প্রজাশ্চেমাঃ কথমম্ভসি ধাস্যসি ॥ ২১ ॥

মাম্—আমাকে; **বিপাট্য**—খণ্ড খণ্ড করে; **অজরাম্**—অত্যন্ত দৃঢ়; **নাবম্**—তরণী; **যত্র**—যেখানে; **বিশ্বম্**—সারা জগতের সমস্ত সামগ্রী; **প্রতিষ্ঠিতম্**—অবস্থিত; **আত্মানম্**—আপনি; **চ**—এবং; **প্রজাঃ**—আপনার প্রজারা; **চ**—ও; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **কথম্**—কিভাবে; **অম্ভসি**—জলে; **ধাস্যসি**—ধারণ করবেন।

অনুবাদ

গাভীরূপী ধরিত্রী বলতে লাগলেন—হে রাজন্! আমি একটি সুদৃঢ় তরণীর মতো, এবং সমগ্র বিশ্ব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনি যদি আমাকে বিদীর্ণ করেন, তা হলে আপনি কিভাবে নিজেকে এবং আপনার প্রজাদের নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন?

তাৎপর্য

চতুর্দশ ভুবনের তলদেশে রয়েছে গর্ভ উদক। সেই গর্ভ উদকে বিষ্ণু শায়িত, এবং তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্মের নাল উত্থিত হয়েছে, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ লোক সেই কমলনালের আশ্রয়ে অন্তরীক্ষে ভাসছে। কোন গ্রহলোক যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে তা গর্ভ উদকে পতিত হবে। তাই পৃথু মহারাজকে পৃথিবী সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তাঁকে ধ্বংস করে তাঁর কোন লাভ হবে না। তা হলে তিনি কিভাবে নিজেকে এবং তাঁর প্রজাদের গর্ভ উদকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন? পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অন্তরীক্ষে একটি বায়ুর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং সমুদ্রে যেভাবে নৌকা অথবা দ্বীপ ভাসে, ঠিক সেইভাবে প্রতিটি গ্রহ ভাসছে। কখনও কখনও গ্রহগুলিকে দ্বীপ বলা হয়, এবং কখনও কখনও তরণী বলা হয়। এইভাবে গাভীরূপী পৃথিবী আংশিকভাবে এই জগতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২২

পৃথুরুবাচ

বসুধে ত্বাং বধিষ্যামি মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্ ।
ভাগং বর্হিষি যা বৃঙ্‌ক্তে ন তনোতি চ নো বসু ॥ ২২ ॥

পৃথুঃ উবাচ—পৃথু মহারাজ উত্তর দিলেন; **বসু-ধে**—হে বসুন্ধরা; **ত্বাম্**—তোমাকে; **বধিষ্যামি**—বধ করব; **মৎ**—আমার; **শাসন**—শাসন; **পরাক্-মুখীম্**—অবজ্ঞাকারী; **ভাগম্**—তোমার অংশ; **বর্হিষি**—যজ্ঞে; **যা**—যে; **বৃঙ্ক্তে**—গ্রহণ করে; **ন**—না; **তনোতি**—প্রদান করে; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **বসু**—উৎপাদন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ধরিত্রীকে বললেন—হে বসুন্ধরে! তুমি আমার আদেশ ও শাসন অবজ্ঞা করেছ। দেবতারূপে তুমি আমাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছ, কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করনি। সেই কারণে আমি তোমাকে অবশ্যই বধ করব।

তাৎপর্য

গাভীরূপী পৃথিবী বলেছিলেন যে, তিনি কেবল একজন স্ত্রীই নন, তিনি নির্দোষ ও নিষ্পাপ, এবং তাই তাঁকে হত্যা করা উচিত নয়। আর তিনি এই ইঙ্গিতও করেছিলেন যে, রাজা যেহেতু যথার্থই ধর্মপরায়ণ তাই তাঁর পক্ষে ধর্মনীতি লঙ্ঘন করে স্ত্রীহত্যা করা উচিত হবে না। তার উত্তরে মহারাজ পৃথু তাঁকে বলেছিলেন যে, প্রথমে তিনি তাঁর আদেশ অবজ্ঞা করেছেন। সেটি ছিল তাঁর প্রথম পাপকর্ম। দ্বিতীয়ত, তিনি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছেন অথচ তার বিনিময়ে যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করেননি।

শ্লোক ২৩

যবসং জগ্ধ্যনুদিনং নৈব দোগ্ধ্যৌধসং পয়ঃ ।
তস্যামেবং হি দুষ্টায়াং দণ্ডো নাত্র ন শস্যতে ॥ ২৩ ॥

যবসম্—সবুজ ঘাস; **জগ্ধি**—তুমি আহার কর; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দোগ্ধি**—উৎপাদন কর; **ঔধসম্**—দুধের থলিতে; **পয়ঃ**—দুধ; **তস্যাম্**—গাভী যখন; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **দুষ্টায়াম্**—দুষ্টের; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **ন**—না; **অত্র**—এখানে; **ন**—না; **শস্যতে**—যুক্তিসঙ্গত।

অনুবাদ

যদিও তুমি প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ কর, তবুও তুমি আমাদের উপযোগের জন্য তোমার দুধের থলি পূর্ণ করছ না। যেহেতু তুমি জেনে-শুনে এই অপরাধ করছ,

তাই তুমি বলতে পার না যে, গাভীরূপ ধারণ করেছ বলে, তোমাকে দণ্ডদান করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

গোচারণ ভূমিতে গাভী তৃণ ভক্ষণ করে এবং তার দুধের থলি দুধে পূর্ণ করে, যাতে গোয়ালারা তার দুধ দোহন করতে পারে। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, যাতে প্রচুর মেঘ হয় এবং পৃথিবীর উপর বৃষ্টি হয়। *পয়ঃ* শব্দটি দুধ এবং জল, দুই-ই বোঝায়। এক দেবতারূপে পৃথিবী তাঁর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি সবুজ ঘাস ভক্ষণ করছিলেন কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎ-পাদন করছিলেন না, অর্থাৎ তিনি তাঁর দুধের থলি দুধে পূর্ণ করছিলেন না। তাই পৃথু মহারাজ যে, তাঁকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল।

শ্লোক ২৪

ত্বং খল্বোষধিবীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা ।
ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বম্—তুমি; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **ওষধি**—শস্য এবং ঔষধি; **বীজানি**—বীজ; **প্রাক্**—পূর্বে; **সৃষ্টানি**—সৃষ্ট; **স্বয়ম্ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ন**—করে না; **মুঞ্চসি**—প্রদান করা; **আত্ম-রুদ্ধানি**—নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; **মাম্**—আমাকে; **অবজ্ঞায়**—অবমাননা করে; **মন্দ-ধীঃ**—মন্দবুদ্ধি।

অনুবাদ

তুমি এতই মন্দবুদ্ধি যে, পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত ওষধি ও শস্যের বীজ সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি তুমি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ, এবং আমার আদেশ সত্ত্বেও তুমি সেগুলি প্রদান করছ না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহলোকসমূহ সৃষ্টি করছিলেন, তখন তিনি বিভিন্ন প্রকার শস্য, ওষধি, গুল্ম ও বৃক্ষের বীজও সৃষ্টি করেছিলেন। মেঘ থেকে যখন যথেষ্ট পরিমাণ বারি বর্ষণ হয়, তখন সেই সমস্ত বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে ফল, শস্য, শাকসবজি ইত্যাদি উৎপাদন করে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পৃথু মহারাজ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, যখনই খাদ্যশস্য উৎপাদনের অভাব হয়, তখন রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে উৎপাদন কেন বন্ধ হয়েছে এবং কিভাবে সেই পরিস্থিতি সংশোধন করা যায় তার ব্যবস্থা করা।

শ্লোক ২৫

অমূষাং ক্ষুৎপরীতানামার্তানাং পরিদেবিতম্ ।
শময়িষ্যামি মদ্বাণৈর্ভিন্নায়াস্তব মেদসা ॥ ২৫ ॥

অমূষাম্—তাদের সকলের; **ক্ষুৎ-পরীতানাম্**—ক্ষুধাতুর; **আর্তানাম্**—পীড়িতদের; **পরিদেবিতম্**—বিলাপ; **শময়িষ্যামি**—আমি শান্ত করব; **মৎ-বাণৈঃ**—আমার বাণের দ্বারা; **ভিন্নায়াঃ**—খণ্ড খণ্ড করে কেটে; **তব**—তোমার; **মেদসা**—মাংসের দ্বারা।

অনুবাদ

আমার বাণের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে, তোমার মাংসের দ্বারা আমি আমার রাজ্যের এই সমস্ত ক্ষুধাতুর প্রজাদের আর্তনাদ শান্ত করব।

তাৎপর্য

সরকার যে কিভাবে গোমাংস আহারের ব্যবস্থা করতে পারে, তার কিছু ইঙ্গিত আমরা এখানে পাই। এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিরল পরিস্থিতিতে, যখন খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব হয়, তখন মাংস আহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যখন যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য থাকে, তখন কেবল অসংযত জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য গোমাংস আহারের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেবল অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে, যখন মানুষ শস্যের অভাবে পীড়িত হয়, তখন মাংস আহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য কসাইখানায় অনর্থক পশুহত্যা সরকারের পক্ষে কখনই অনুমোদন করা উচিত নয়।

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গাভী এবং অন্যান্য পশুদের আহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তৃণ প্রদান করা উচিত। পর্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ দেওয়া সত্ত্বেও গাভী যদি দুধ না দেয়, এবং যদি প্রচণ্ডভাবে খাদ্যাভাব হয়, তা হলে দুগ্ধ উৎপাদনে অক্ষম গাভীদের ক্ষুধার্ত জনগণের আহারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আবশ্যকতার নিয়মানুসারে, মানব-সমাজের প্রথমে খাদ্যশস্য এবং শাকসবজি উৎপাদন করার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তাতে যদি তারা অক্ষম হয়, তা হলে তারা মাংস আহার করতে পারে। অন্যথায় নয়। বর্তমান মানব-সমাজের যে অবস্থা, তাতে সারা পৃথিবী জুড়ে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন হচ্ছে। তাই পশুহত্যার জন্য কসাইখানা খোলা কখনও সমর্থন করা যেতে পারে না। কোন

কোন রাষ্ট্রে এত অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন হয় যে, তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, এবং কখনও কখনও সরকার অতিরিক্ত শস্য উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অর্থাৎ জনসাধারণের আহারের জন্য পৃথিবী পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা এবং লাভের আশায় সেই শস্য বিতরণ ব্যাহত হয়। তার ফলে কোন কোন স্থানে খাদ্যের অভাব হয় এবং অন্য কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। সারা পৃথিবী জুড়ে যদি একটি সরকার থাকে, তা হলে খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে, এবং তার ফলে অভাবের কোন প্রশ্নই উঠবে না। তখন আর কসাইখানা খোলার কোন প্রয়োজন হবে না, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মিথ্যা প্রচারের কোন প্রয়োজন থাকবে না।

শ্লোক ২৬

পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥ ২৬ ॥

পুমান্—মানুষ; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **উত**—ও; **ক্লীবঃ**—নপুংসক; **আত্ম-সম্ভাবনঃ**—নিজের ভরণ-পোষণে আগ্রহী; **অধমঃ**—মানব-সমাজের সব চাইতে নিকৃষ্ট; **ভূতেষু**—অন্য জীবদের; **নিরনুক্রোশঃ**—দয়ারহিত; **নৃপাণাম্**—রাজাদের জন্য; **তৎ**—তার; **বধঃ**—বধ করা; **অবধঃ**—বধ না করার মতো।

অনুবাদ

যে নিষ্ঠুর ব্যক্তি—তা সে পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক অথবা ক্লীব হোক—সে যদি কেবল নিজের ভরণ-পোষণের ব্যাপারেই আগ্রহী হয় এবং অন্য জীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করে, তা হলে রাজা তাকে বধ করতে পারে। এই প্রকার বধ প্রকৃত বধ বলে মনে করা হয় না।

তাৎপর্য

পৃথিবী তাঁর স্বরূপে স্ত্রীরূপিণী, এবং তাই তাঁর রাজার সংরক্ষণের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু পৃথু মহারাজ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, রাজ্যের কোন নাগরিক, তা তিনি পুরুষ হোন, স্ত্রী হোন অথবা ক্লীব হোন, যদি তার সঙ্গীদের প্রতি দয়াপরবশ না হয়, তা হলে তাকে রাজা হত্যা করতে পারেন, এবং এই প্রকার হত্যাকে প্রকৃতপক্ষে হত্যা বলে মনে করা হয় না। পারমার্থিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে, ভক্ত যদি আত্মতৃপ্ত

হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার না করে, তা হলে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ভক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না। যে ভক্ত ভগবানের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করেন, যিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও সরল ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তিনি উন্নত স্তরের ভক্ত। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নন; পক্ষান্তরে, এই জড় জগতের সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত, তিনি মুক্তি লাভ করতে চান না। জড়-জাগতিক স্তরেও, কোন মানুষ যদি অন্যের কল্যাণ-সাধনে আগ্রহী না হয়, তা হলে ভগবান অথবা পৃথু মহারাজের মতো ভগবানের অবতার তাকে নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করেন।

শ্লোক ২৭

ত্বাং স্তব্ধাং দুর্মদাং নীত্বা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ ।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ২৭ ॥

ত্বাম্—তুমি; **স্তব্ধাম্**—অত্যন্ত গর্বিত; **দুর্মদাম্**—উন্মত্ত; **নীত্বা**—এই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে; **মায়া-গাম্**—ছদ্মগাভী; **তিলশঃ**—তিলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **আত্ম**—আমি নিজেই; **যোগ-বলেন**—যোগ শক্তির দ্বারা; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **ধারয়িষ্যামি**—ধারণ করব; **অহম্**—আমি; **প্রজাঃ**—সমস্ত প্রজাদের, বা সমস্ত জীবদের।

অনুবাদ

তুমি অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ও উন্মত্ত হয়েছ। এখন তুমি তোমার যোগশক্তির প্রভাবে গাভীরূপ ধারণ করেছ, কিন্তু তা হলেও আমি আমার বাণের দ্বারা তোমাকে তিল তিল করে খণ্ডবিখণ্ড করব, এবং তার পর আমার যোগশক্তির প্রভাবে আমি নিজেই এই সমস্ত প্রজাদের ধারণ করব।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজকে পৃথিবী বলেছিলেন যে তাঁকে যদি বিনাশ করা হয়, তা হলে তিনি এবং তাঁর প্রজারা সকলেই গর্ভ সমুদ্রে পতিত হবেন। তার উত্তর পৃথু মহারাজ এখন দিচ্ছেন। পৃথিবী যদিও রাজা কর্তৃক নিহত হওয়ার ভয়ে, তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে গাভীরূপ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু রাজা সেই বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং

তাঁকে তিল তিল করে খণ্ডবিখণ্ড করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রজাদের বিনাশের ব্যাপারে, পৃথু মহারাজ তাঁর নিজের যোগশক্তির দ্বারা তাদের সকলকে ধারণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। পৃথিবীর থেকে কোন রকম সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। ভগবান বিষ্ণুর অবতার পৃথু মহারাজ সঙ্কর্ষণের শক্তিসমন্বিত ছিলেন, যাকে বৈজ্ঞানিকেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে। ভগবান কোন রকম অবলম্বন ছাড়াই মহাশূন্যে কোটি কোটি গ্রহ ধারণ করেছেন; তেমনই, পৃথু মহারাজের পক্ষেও পৃথিবীর সহায়তা ব্যতীতই তাঁর সমস্ত নাগরিকদের এবং নিজেকে অন্তরীক্ষে ধারণ করতে কোন অসুবিধাই হত না। ভগবানের একটি নাম হচ্ছে যোগেশ্বর, অর্থাৎ তিনি সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর। এইভাবে পৃথু মহারাজ পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর সহায়তা ব্যতীত তাঁরা কিভাবে অবস্থান করবেন, সেই সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ২৮

এবং মন্যুময়ীং মূর্তিং কৃতান্তমিব বিভ্রতম্ ।
প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মহী সঞ্জাতবেপথুঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **মন্যু-ময়ীম্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **মূর্তিম্**—রূপ; **কৃত-অন্তম্**—মূর্তিমান মৃত্যু, যমরাজ; **ইব**—সদৃশ; **বিভ্রতম্**—সমন্বিত; **প্রণতা**—শরণাগত; **প্রাঞ্জলিঃ**—বদ্ধাঞ্জলি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **মহী**—পৃথিবী; **সঞ্জাত**—উত্থিত, উদ্ভূত হয়েছিল; **বেপথুঃ**—কম্পিত কলেবর।

অনুবাদ

তখন সাক্ষাৎ যমরাজ-সদৃশ পৃথু মহারাজ ক্রোধময়ী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেন তখন মূর্তিমান ক্রোধরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। তাঁর বাক্য শ্রবণ করে পৃথিবী ভয়ে কম্পমানা হয়েছিলেন। বদ্ধাঞ্জলি সহকারে পৃথু মহারাজকে প্রণতি নিবেদন করে, ধরিত্রী বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান দুষ্টদের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ এবং ভক্তদের কাছে পরম প্রিয়তম। *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৩৪) ভগবান বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—"আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" শ্রদ্ধাহীন নাস্তিকেরা, যারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাদের কাছে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয়ে, ভগবান তাদের উদ্ধার করবেন। যেমন হিরণ্যকশিপু ভগবানের আধিপত্য অস্বীকার করেছিল, এবং ভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে,

তাকে সংহার করেছিলেন। তেমনই পৃথু মহারাজকে ধরিত্রী সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি তাঁকে মূর্তিমান ক্রোধরূপে দর্শন করেছিলেন। তাই তিনি ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। কোন অবস্থাতে কেউই ভগবানের আধিপত্য অস্বীকার করতে পারে না। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে, সর্ব অবস্থাতে তাঁর সংরক্ষণ প্রাপ্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর।

শ্লোক ২৯

ধরোবাচ

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া
বিন্যস্তনানাতনবে গুণাত্মনে ।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্ধুত-
দ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোর্ময়ে ॥ ২৯ ॥

ধরা—পৃথিবী; **উবাচ**—বলেছিলেন; **নমঃ**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **পরস্মৈ**—পরতত্ত্বকে; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **বিন্যস্ত**—বিস্তার করে; **নানা**—বিবিধ; **তনবে**—রূপ; **গুণ-আত্মনে**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের উৎসকে; **নমঃ**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **স্ব-রূপ**—প্রকৃত রূপের; **অনুভবেন**—হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা; **নির্ধুত**—প্রভাবিত না হয়ে; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া; **কারক**—কর্তা; **বিভ্রম**—ভ্রম; **ঊর্ময়ে**—ভব-সাগরের তরঙ্গ।

অনুবাদ

ধরিত্রী বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! হে প্রভু! আপনার স্থিতি দিব্য, এবং আপনি আপনার মায়ার দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বহুরূপে এবং বহু যোনিতে বিস্তার করেছেন। আপনি সর্বদা দিব্য স্থিতিতে অবস্থিত এবং বিবিধ জড়-জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন জড় সৃষ্টির দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন না। তার ফলে আপনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মোহগ্রস্ত হন না।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ যখন তাঁর রাজকীয় আদেশ পৃথিবীকে প্রদান করেছিলেন, তখন পৃথিবী বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তার ফলে রাজা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছুই জানতেন। তাই পৃথিবীর

পক্ষে তাঁকে প্রতারণা করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। পৃথিবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তিনি সমস্ত ওষধি ও শস্যের বীজ লুকিয়ে রেখেছেন, এবং তাই কিভাবে সেই সমস্ত বীজ পুনরায় প্রকাশ করা যায়, তা তিনি বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছিলেন। পৃথিবী জানতেন যে, রাজা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যদি তিনি তাঁর সেই ক্রোধ শান্ত না করেন, তা হলে তাঁর কাছে কোন রকম সার্থক কার্যক্রম উপস্থাপন করার সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁর প্রস্তাবের শুরুতে, তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজেকে ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অংশ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, জড় জগতের যত রূপ প্রকট হয়েছে, তা সবই ভগবানের বিরাটরূপের অংশ। বলা হয় যে, নিম্নতর লোকসমূহ ভগবানের পায়ের অংশ, আর উচ্চতর লোকগুলি ভগবানের মস্তকের অংশ। ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা, কিন্তু এই বহিরঙ্গা শক্তি একদিক দিয়ে তাঁর থেকে অভিন্ন। তবুও ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিতে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত নন, কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর চিৎ-শক্তিতে অবস্থিত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) যে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*—জড়া প্রকৃতি ভগবানের পরিচালনায় কার্য করছে। তাই ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রতি আসক্ত নন, এবং এই শ্লোকে তাঁকে *গুণাত্মা* বা প্রকৃতির তিন গুণের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ*—ভগবান যদিও তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রতি আসক্ত নন, তবুও তিনি তাঁর প্রভু। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব* অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধরিত্রী বলেছেন যে, ভগবান যদিও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত তবুও তিনি *নির্ধুত*, অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে মুক্ত। ভগবান সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। তাই এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে *স্বরূপ-অনুভবেন* । ভগবান সম্পূর্ণরূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা উভয় শক্তি সম্পর্কেই সম্পূর্ণরূপে অবগত, ঠিক যেমন তাঁর ভক্ত তাঁর জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত থেকেও সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, চিন্ময় স্তরে সর্বদা বিরাজ করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, যে-ভক্ত ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত, তিনি তাঁর জড় অবস্থা নির্বিশেষে সর্বতোভাবে মুক্ত। ভক্তের পক্ষে যদি এইভাবে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে ভগবানের পক্ষে নিশ্চয়ই বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আসক্ত না হয়ে, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করা সম্ভব। এই কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। ভক্ত যেমন কখনও তাঁর জড় দেহের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন

হন না, ভগবানও তেমন এই জড় জগতের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হন না। ভক্ত যেমন এই জড় দেহে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেই দেহের দ্বারা প্রভাবিত হন না। এই জড় দেহ নানা রকম ভৌতিক অবস্থার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যেমন দেহে পাঁচ প্রকার বায়ু কার্য করছে, এবং হাত, পা, জিহ্বা, উপস্থ, পায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করছে, তবুও আত্মা বা জীব, যিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, তিনি সর্বদা কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করছেন, এবং তাঁর দেহের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার। তেমনই ভগবান যদিও এই জড় জগতের সঙ্গে যুক্ত, তবুও তিনি সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত এবং জড় জগতের কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। জড় দেহের ছয়টি বৃত্তি রয়েছে, যথা—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু। মুক্ত জীব কখনও এই ছয়টি ভৌতিক মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত শক্তির সর্বশক্তিমান অধীশ্বর হওয়ার ফলে, এই বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তিনি সর্বদাই এই জড় জগতের বহিরঙ্গা শক্তির মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

শ্লোক ৩০

যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্মিতা
ধাত্রা যতোঽয়ং গুণসর্গসংগ্রহঃ ।
স এব মাং হন্তুমুদায়ুধঃ স্বরা-
ডুপস্থিতোঽন্যং শরণং কমাশ্রয়ে ॥ ৩০ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **আত্ম-আয়তনম্**—সমস্ত জীবের আশ্রয়; **বিনির্মিতা**—নির্মিত হয়েছে; **ধাত্রা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **যতঃ**—যাঁর কারণে; **অয়ম্**—এই; **গুণ-সর্গ-সংগ্রহঃ**—বিভিন্ন জড় উপাদানের সমন্বয়; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মাম্**—আমাকে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **উদায়ুধঃ**—অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **উপস্থিতঃ**—আমার সম্মুখে উপস্থিত; **অন্যম্**—অন্য; **শরণম্**—আশ্রয়; **কম্**—কাকে; **আশ্রয়ে**—আমি শরণ গ্রহণ করব।

অনুবাদ

ধরিত্রী বললেন—হে ভগবান! আপনি জড় সৃষ্টির পূর্ণ পরিচালক। আপনি এই জড় জগৎ ও প্রকৃতির তিনটি গুণ উৎপন্ন করেছেন, এবং তাই আপনি সমস্ত

জীবের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ পৃথিবীরূপে আমাকেও সৃষ্টি করেছেন। তবুও হে প্রভু, আপনি সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এখন আপনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আপনার অস্ত্র উদ্যত করে আমাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন আমি আর কার শরণ গ্রহণ করব।

তাৎপর্য

এখানে পৃথিবী ভগবানের কাছে পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণের লক্ষণ প্রদর্শন করেছেন। বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন কাউকে হত্যা করতে প্রস্তুত হন, তখন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না, এবং কৃষ্ণ যাকে রক্ষা করেন, তাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। ভগবান যেহেতু পৃথিবীকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারত না। আমরা সকলেই ভগবানের সংরক্ষণে রয়েছি, তাই আমাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শরণাগত হওয়া। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব প্রকার ধর্ম ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে রক্ষা করব। ভয় করো না।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

"মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে ।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে ॥
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥"

শ্লোক ৩১

য এতদাদাবসৃজচ্চরাচরং
স্বমায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া ।
তয়ৈব সোঽয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ
কথং নু মাং ধর্মপরো জিঘাংসতি ॥ ৩১ ॥

যঃ—যে; **এতৎ**—এই সমস্ত; **আদৌ**—সৃষ্টির শুরুতে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **চর-অচরম্**—স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; **আত্ম-আশ্রয়য়া**—তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত; **অবিতর্ক্যয়া**—অচিন্ত্য; **তয়া**—সেই মায়ার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—তিনি; **অয়ম্**—এই রাজা; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **গোপ্তুম্ উদ্যতঃ**—রক্ষা করতে প্রস্তুত; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—তা হলে; **মাম্**—আমাকে; **ধর্ম-পরঃ**—নিষ্ঠাপূর্বক ধর্মপরায়ণ; **জিঘাংসতি**—সংহার করতে ইচ্ছা করেন।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনি আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই শক্তির দ্বারা এখন আপনি জীবদের রক্ষা করতে প্রস্তুত। আপনিই ধর্মের পরম রক্ষক। তা হলে কেন আমি গাভীরূপ ধারণ করা সত্ত্বেও আমাকে সংহার করতে আপনি ইচ্ছা করছেন?

তাৎপর্য

পৃথিবী যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি যে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সংহারও করতে পারেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবী প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান যেহেতু সকলকে রক্ষা করতে উদ্যত, তখন কেন তিনি তাঁকে হত্যা করতে চাইছেন। বস্তুত, পৃথিবী সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল, এবং পৃথিবীই তাদের জন্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে।

শ্লোক ৩২

নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈ-
স্তন্মায়য়া দুর্জয়য়াকৃতাত্মভিঃ ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্-
যোঽনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

নূনম্—অবশ্যই; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **ঈশস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সমীহিতম্**—কার্যকলাপ, পরিকল্পনা; **জনৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **তৎ-মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **দুর্জয়য়া**—অজেয়; **অকৃত-আত্মভিঃ**—যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নয়; **ন**—কখনই না; **লক্ষ্যতে**—দেখা যায়; **যঃ**—যে; **তু**—তখন; **অকরোৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **অকারয়ৎ**—সৃষ্টি করিয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **অনেকঃ**—বহু; **একঃ**—এক; **পরতঃ**—তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে ভগবান! যদিও আপনি এক, তবুও আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেছেন। ব্রহ্মার মাধ্যমে আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই আপনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নয়, তারা আপনার চিন্ময় কার্যকলাপ বুঝতে পারে না, কারণ তারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন।

তাৎপর্য

ভগবান এক, কিন্তু তিনি নিজেকে বহু শক্তিতে বিস্তার করেছেন—বহিরঙ্গা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি ইত্যাদি। ভগবান যে কিভাবে তাঁর বিবিধ শক্তির মাধ্যমে কার্য করেন, ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত না হলে, তা বোঝা সম্ভব নয়। জীবও হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। ব্রহ্মাও একজন জীব, কিন্তু ভগবান তাঁকে বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন। যদিও ব্রহ্মাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলে মনে করা হয়, কিন্তু পরম স্রষ্টা হচ্ছেন ভগবান। এই শ্লোকে *মায়য়া* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। মায়া মানে হচ্ছে শক্তি। ব্রহ্মা শক্তিমান নন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের তটস্থা শক্তির একটি প্রকাশ। পক্ষান্তরে বলা যায়, ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের ক্রীড়নক। যদিও কখনও কখনও ভগবানের পরিকল্পনা আপাত-বিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রতিটি কর্মের পিছনে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। যিনি অভিজ্ঞ এবং ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত, তিনিই বুঝতে পারেন কিভাবে ভগবানের পরম পরিকল্পনা অনুসারে সব কিছু সাধিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩৩

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধনিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ৩৩ ॥

সর্গ-আদি—সৃষ্টি, পালন ও সংহার; **যঃ**—যিনি; **অস্য**—এই জড় জগতের; **অনুরুণদ্ধি**—করেন; **শক্তিভিঃ**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **দ্রব্য**—ভৌতিক উপাদানসমূহ; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **কারক**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **চেতনা**—বুদ্ধি; **আত্মভিঃ**—অহঙ্কার সহ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সমুন্নদ্ধ**—প্রকাশিত; **নিরুদ্ধ**—নিহিত; **শক্তয়ে**—যিনি

এই সমস্ত শক্তির অধিকারি; **নমঃ**—প্রণতি; **পরস্মৈ**—পরম; **পুরুষায়**—পুরুষকে; **বেধসে**—সর্ব কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা আপনি সমস্ত জড় উপাদানের, ইন্দ্রিয়সমূহের, নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের, বুদ্ধির, অহঙ্কারের এবং অন্য সব কিছুর আদি কারণ। আপনার শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। আপনার শক্তির প্রভাবেই কেবল সব কিছু কখনও প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত হয়। তাই আপনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত কার্যকলাপ শুরু হয় সম্পূর্ণ শক্তি বা মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি থেকে। তার পর, প্রকৃতির তিন গুণ ক্ষোভিত হওয়ার ফলে, ভৌতিক উপাদান, চিত্ত, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের সৃষ্টি হয়। এই সব কিছুই একে একে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়। আধুনিক যুগে একজন যন্ত্রশিল্পী বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে একটি যন্ত্রকে চালিত করতে পারে, যার ফলে সেই যন্ত্রে একের পর এক বিবিধ ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যখন সৃষ্টির বোতাম টেপেন, তখন সৃষ্টিশক্তির বিভিন্ন উপাদান ও তাদের নিয়ন্তাদের উৎপত্তি হয়, এবং ভগবানের অচিন্ত্য পরিকল্পনার ফলে, সেই সব শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ক্রিয়া করে।

শ্লোক ৩৪

স বৈ ভবানাত্মবিনির্মিতং জগদ্
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো ।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং রসাতলা-
দভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিসূকরঃ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভবান্**—আপনি স্বয়ং; **আত্ম**—নিজের দ্বারা; **বিনির্মিতম্**—নির্মাণ করেছেন; **জগৎ**—এই জগৎ; **ভূত**—ভৌতিক উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্তঃকরণ**—মন, হৃদয়; **আত্মকম্**—সমন্বিত; **বিভো**—হে ভগবান; **সংস্থাপয়িষ্যন্**—পালন করে; **অজ**—হে জন্মরহিত; **মাম্**—আমাকে;

রসাতলাৎ—রসাতল থেকে; **অভ্যুজ্জহার**—উত্তোলন করেছিলেন; **অন্তসঃ**—জল থেকে; **আদি**—আদি; **সূকরঃ**—বরাহ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অজ। এক সময় আপনি বরাহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে রসাতল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনার স্বীয় শক্তির প্রভাবে এই জগৎকে পালন করার জন্য, আপনি সমস্ত ভৌতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

এটি সেই সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যখন শ্রীকৃষ্ণ বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে, রসাতল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। অসুর হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে তার কক্ষচ্যুত করে গর্ভোদক সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেছিল, তখন ভগবান আদি বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ
প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল।
স বীরমূর্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো
যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি ॥ ৩৫ ॥

অপাম্—জলের; **উপস্থে**—উপরে অবস্থিত; **ময়ি**—আমাতে; **নাবি**—নৌকায়; **অবস্থিতাঃ**—অবস্থিত; **প্রজাঃ**—জীব; **ভবান্**—আপনি; **অদ্য**—এখন; **রিরক্ষিষুঃ**—রক্ষা করার বাসনায়; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **সঃ**—তিনি; **বীর-মূর্তিঃ**—মহান বীররূপে; **সমভূৎ**—হয়েছিলেন; **ধরা-ধরঃ**—পৃথিবী-ধারণকারী; **যঃ**—যিনি; **মাম্**—আমাকে; **পয়সি**—দুধের জন্য; **উগ্র-শরঃ**—তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা; **জিঘাংসসি**—আপনি হত্যা করতে চান।

অনুবাদ

হে ভগবান! এইভাবে এক সময় আপনি জল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, এবং তাই আপনি ধরাধর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এখন একজন মহাবীররূপে আপনার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আপনি আমাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু আমি তো কেবল জলের উপর একটি নৌকার মতো সব কিছু ভাসিয়ে রেখেছি।

তাৎপর্য

ভগবান ধরাধর নামে বিখ্যাত, যার অর্থ হচ্ছে "যিনি বরাহ অবতারে তাঁর দশনশিখরে ধরণীকে ধারণ করেছিলেন।" তাই গাভীরূপী পৃথিবী ভগবানের এই বিরোধী কার্যের কথা বর্ণনা করছেন। যদিও তিনি এক সময় পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি আবার জলের উপর ভাসমান তরণীর মতো সেই পৃথিবীকে নিমজ্জিত করতে চাইছেন। ভগবানের কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না। অল্পবুদ্ধির ফলে, মানুষ কখনও কখনও মনে করে যে, ভগবানের কার্যকলাপ পরস্পর-বিরোধী।

শ্লোক ৩৬

নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণা-
মস্মদ্বিধৈস্তদ্‌গুণসর্গমায়য়া ।
ন জ্ঞায়তে মোহিতচিত্তবর্ত্মভি-
স্তেভ্যো নমো বীরযশস্করেভ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **জনৈঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **ঈহিতম্**—কার্যকলাপ; **ঈশ্বরাণাম্**—নিয়ন্তাদের; **অস্মৎ-বিধৈঃ**—আমার মতো; **তৎ**—ভগবানের; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের; **সর্গ**—যার ফলে সৃষ্টি হয়; **মায়য়া**—আপনার শক্তির দ্বারা; **ন**—কখনই না; **জ্ঞায়তে**—বোঝা যায়; **মোহিত**—মোহাচ্ছন্ন; **চিত্ত**—মন; **বর্ত্মভিঃ**—পন্থা; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **নমঃ**—প্রণতি; **বীর-যশঃ-করেভ্যঃ**—যিনি বীরদেরও খ্যাতি প্রদান করেন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমিও আপনার জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তার ফলে আমি আপনার কার্যকলাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। আপনার ভক্তদের কার্যকলাপও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, অতএব আপনার লীলা সম্বন্ধে কি আর বলার আছে। এইভাবে সব কিছুই পরস্পর-বিরোধী এবং আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন অবতারে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক। এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ক্ষুদ্র

মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের কার্যকলাপ অচিন্ত্য বলে স্বীকার করা যায়, ততক্ষণ তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ভগবান গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অসংখ্য রূপে বিস্তার করেছেন। সমস্ত অবতারেরা আসছেন সঙ্কর্ষণ থেকে। সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন বলদেবের অংশ, আর বলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার। তাই সমস্ত অবতারদের বলা হয় কলা বা অংশের অংশ।

ঈশ্বরাণাম্ শব্দটি সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বদের ইঙ্গিত করছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) বর্ণনা করা হয়েছে—*রামাদি-মূর্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্* । *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের আংশিক বিস্তার বা কলা। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ঈশ্বরাণাম্* এই বহুবচনাত্মক শব্দটি থেকে মনে করা উচিত নয় যে, অনেক ভগবান আছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান হচ্ছেন এক, কিন্তু তিনি নিত্য বিরাজমান ও বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করেন। কখনও কখনও সাধারণ মানুষেরা এই সমস্ত বর্ণনা বুঝতে না পেরে-বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে যে, এই সমস্ত কার্যকলাপ পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পরস্পর-বিরোধী নয়। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে এক মহান পরিকল্পনা রয়েছে।

আমাদের বোঝার জন্য কখনও কখনও বলা হয় যে, ভগবান একটি চোরের হৃদয়ে বিরাজমান এবং একটি গৃহস্থের হৃদয়েও বিরাজমান, কিন্তু চোরের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা বলছেন, "যাও, ঐ বাড়িতে গিয়ে চুরি কর," এবং সেই একই সময় তিনি গৃহস্থকে বলছেন, "চোর-বাটপারদের থেকে সাবধানে থাক।" ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া উপদেশ পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, পরমাত্মার বা পরমেশ্বর ভগবানের কোন পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমাদের সেগুলিকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করা উচিত নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সর্বান্তঃকরণে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া, এবং তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে শান্তিতে থাকা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।